সংবাদ

OCT. 19 2006
পৃঃ কলাম

কাপাসিয়ায় এক মাদ্রাসায় দুই অধ্যক্ষ : শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

সমীর বণিক, কাপাসিয়া (গাজীপুর)

উপজেলার সিংহশ্রী ইউনিয়নের সোহাগপুর আলিম মাদ্রাসায় প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বর্তমানে দুইজন অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম ভীষণ ব্যাহত হচ্ছে। দুই অধ্যক্ষের মধ্যে বেতন বিলে কে স্বাক্ষর করবেন এ সিদ্ধান্ত না হওয়ার কারণে গত দুই মাস ধরে শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না।

জানা গেছে, মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী মো. আবু তালেবকে ২০০৩ সালের অক্টোবর এবং রাজিয়া খাতুনকে ২০০৪ সালের মে মাসে আলিম পর্যায়ে জনবল কাঠামো ও যোগ্যতা অনুযায়ী পদাবনতি ঘটিয়ে ২৫৫০ টাকার স্থলে ১৮৭৫ টাকা বেতন স্কেল প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। পরে তা ডিজির মাধ্যমে অনুমোদন হয়ে আসে। এ ঘটনায় শিক্ষকদ্বয় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আ ন ম আবদুল্লাহকে দায়ী করেন। শিক্ষক আবু তালেব নিম্ন স্কেলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন, যা এখন বিচারাধীন। গত বছরের ১৭ জুন এবং মামলায় তাকে জেল হাজতে পাঠায়। পরে ২০০৫ সালের ১৮ জুলাই ম্যানেজিং কমিটির সভায় ইউএনও মিজানুল হক চৌধুরী আবদুল্লাহকে সাময়িক বরখাস্ত করে মাদ্রাসার সিনিয়র আরবি প্রভাষক এবিএম আবদুল ছাত্তারকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ দেন। আবদুল্লাহ হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পেলে চলতি বছরের ১৮ মার্চ ম্যানেজিং কমিটির সভায় তার সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। পরে ২৪ মার্চ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আ. ছাত্তার স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং আবদুল্লাহকে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেয়া হয়। কিন্তু মাদ্রাসার সভাপতি ইউএনও মিজানুল হক চৌধুরী এ সিদ্ধান্ত বিধিসম্মত না হওয়ার কারণ দেখিয়ে আবদুল্লাহকে নিজ পদে বহালের অনুমোদন দেননি। আবদুল্লাহ মার্চ মাসের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা স্বাক্ষর করে ইউএনওর কাছে জমা দিলে সভাপতি হিসেবে বিলে প্রতি স্বাক্ষর না করে গত ২৪ মার্চ তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছাত্তারকে বেতন-ভাতার মাসিক বিলে স্বাক্ষর করে জমা দেয়ার জন্য বিরুদ্ধে রিট আবেদন করলে হাইকোর্টে আপিল বিভাগ গত ৬ আগস্ট এক আদে সভাপতির ওই চিঠির আদেশ ২ মাসের জন স্থগিত করেন। হাইকোর্টের এ নির্দেশে কারণে ইউএনও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেত প্রতি স্বাক্ষর করছেন না। এ বিষয়ে ভারপ্রা অধ্যক্ষ আবদুস ছাত্তার জানান, ভারপ্রা অধ্যক্ষ হিসেবে তার কার্যক্রম স্থগিতের কো আদেশ তিনি পাননি। তাই তিনি এখন দায়িত্ব পালন করছেন। অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ দাবি, হাইকোর্ট ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কার্যক্র স্থগিত করায় তিনিই বৈধ অধ্যক্ষ এব ম্যানেজিং কমিটি তার সাময়িক বরখা প্রত্যাহার করার পর থেকে নিয়মিত হাজি খাতায় স্বাক্ষরসহ প্রতিষ্ঠানের সব কার্যক্র তার স্বাক্ষরে চলছে। তবে বেতন বি স্বাক্ষর পাঠালে ইউএনও কাগজপত্র গ্রহণ করে ফেরত পাঠান। এ সব বিষয়ে ইউএন জানান, মাদ্রাসার সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপা ডিজিকে চিঠি দেয়া হয়েছে। ওখান থেকে নির্দেশ আসবে ওইভাবে কাজ হবে। অ ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিম একই সময় মাদ্রাসার দ্বৈত অধ্যক্ষ কর্মর